আমন ধানের পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

বাদামি গাছফড়িং

বাদামি গাছফড়িং এর জীবনচক্র শেষ হতে আবহাওয়া ভেদে ২১-৩৩ দিন সময় লাগে। অনুকূল আবহাওয়ায় বছরে এরা ১০-১১ বার বংশ বিস্তার বা প্রজন্ম দিতে পারে। এ পোকার ৩টি জীবনচক্র সম্পন্ন করতে ৬০-৭০ দিনের দরকার হয় এবং এ সময়ে একটি গাছের গোড়ায় প্রায় ৩৫০-৪০০টি পোকা হয়, ফলশ্রুতিতে একদিনে হপার বার্ণের সৃষ্টি হতে পারে।

- আমন মৌসুমে আগষ্ট মাস হতে নিয়মিত ধান গাছের গোড়ায় পোকার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ সময় ডিম পাড়তে আসা লম্বা পাখা বিশিষ্ট ফড়িং আলোক ফাঁদের সাহায্যে দমন করতে হবে।
- ধানের চারা ঘন করে না লাগিয়ে ২৫ সেমি x ১৫ সেমি দূরত্বে রোপণ করতে হবে অথবা ২০x২০ সেমি দূরত্বে রোপণ করলে গাছ প্রচুর আলো বাতাস পায়; ফলে পোকার বংশ বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে।
- স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন ধানের জাতের চাষ করলে হপার বার্ণ এড়িয়ে চলতে পারে।
- পর্যায়ক্রমে ভেজানো ও শুকানো পদ্ধতিতে সেচ ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।

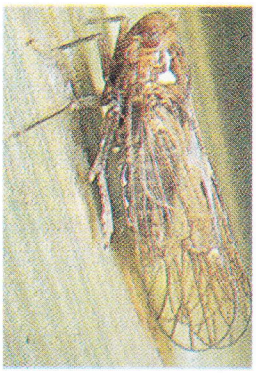

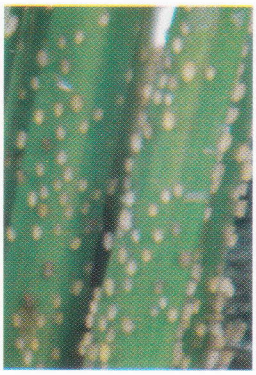

- বাদামি গাছফড়িং দমনের জন্য- পাইমেট্রোজিন (প্লেনাম ৫০ডব্লিউজি, নাইজিন), আইসোপ্রোকার্ব (মিপসিন ৭৫ডব্লিউপি, সপসিন ৭৫ডব্লিউপি), ইমিডাক্লোরোপ্রিড (এডমায়ার ২০০এসএল, রিজেন্ট ৫০এসসি, ইমিটাফ ২০এসএল) কার্টাপ ৫০এসপি, এসিফেট ইত্যাদি এর যেকোন একটি কিংবা অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে।

পাতা মোড়ানো পোকা

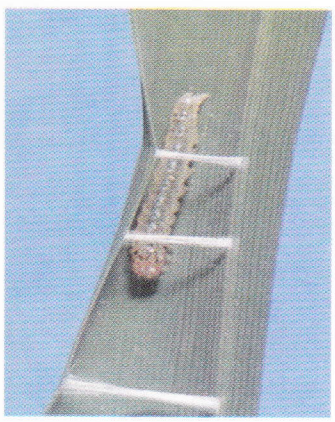

প্রচারে:
কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর।

- নিয়মিত আলোক ফাঁদের সাহায্যে পোকার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা এবং দমন করা।
- ধান ক্ষেতের প্রতি ১০০ বর্গমিটারে পাখি বসার জন্য ১টি করে শক্ত এবং উঁচু ডালপালা পুঁতে দিতে হবে। পাশাপাশি ধইঞ্চা গাছ লাগিয়েও পার্চিং করা যেতে পারে। তবে গাছ ঝোপালো হলে, আংশিক ডালাপালা কেটে দিতে হবে। না কাটলে গাছের নিচের অংশে রোগ ও পোকামাকড় বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে।
- ইউরিয়া সারের অতিরিক্ত ব্যবহার পরিহার করতে হবে।
- জমিতে শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেভিন ৮৫ডব্লিউপি, ডার্সবান ২০ইসি অথবা মিপসিন ৭৫ডব্লিউপি এর যে কোন একটি কিংবা অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

মাজরা পোকা

- নিয়মিত আলোক ফাঁদের সাহায্যে পোকার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা।
- মাজরা পোকার ডিমের গাঁদা সংগ্রহ করে নষ্ট করতে হবে।
- ধান ক্ষেতের প্রতি ১০০ বর্গমিটারে পাখি বসার জন্য একটি করে শক্ত এবং উঁচু ডালপালা পুঁতে দিতে হবে। পাশাপাশি ধইঞ্চা গাছ লাগিয়েও পার্চিং করা যেতে পারে। তবে গাছ ঝোপালো হলে, আংশিক ডালাপালা কেটে দিতে হবে। না কাটলে গাছের নিচের অংশে রোগ ও পোকামাকড় বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে।
- সন্ধ্যার সময় আলোক ফাঁদের সাহায্যে মথ আকৃষ্ট করে মেরে ফেলতে হবে।
- হাতজাল দিয়ে পোকা সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে।

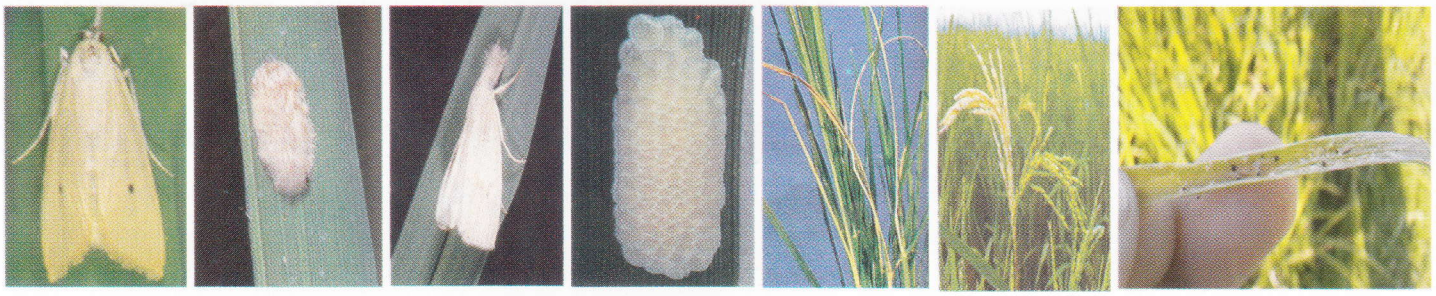

- ধান ক্ষেতে মরা ডিগপাতা শতকরা ১০-১৫ ভাগ অথবা মরা শিষ শতকরা ৫ ভাগ পাওয়া গেলে সানটাপ ৫০এসপি, মার্শাল ২০ইসি, ডার্সবান ২০ইসি, মিমটাপ, বাতির, অথবা বেল্ট এক্সপার্ট ২৪ডব্লিউজি এর যেকোন একটি অথবা অনুমোদিত কীটনাশক সঠিকমাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। সম্প্রতি কালো মাথা মাজরা পোকার উপদ্রব বেশি হওয়ায় কার্টাপ গ্রুপের কীটনাশক ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

বি. দ্র.: ধানের পোকা দমনের জন্য যে সমস্ত গ্রুপের কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে না

- সিনথেটিক পাইরিথ্রোয়েড গোত্রের কীটনাশকসমূহ সাইপারমেথ্রিন, আলফা সাইপারমেথ্রিন, লেমডা সাইহেলোথ্রিন, ডেলটামেথ্রিন ও ফেনভালারেট ধান ফসলে ব্যবহার নিষিদ্ধ। উল্লিখিত কীটনাশকসমূহ ধানগাছে প্রয়োগ করলে পোকা দমন হয় না বরং এদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। এসব কীটনাশক ব্যবহারে জমির জলজ পরিবেশ নষ্ট হয়।

উল্লেখ্য যে, ধানের পোকা দমনের জন্য একই গ্রুপের কীটনাশক বার বার ব্যবহার না করাই ভাল।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর।

প্রচারে:
কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর।

মুদ্রণ সংখ্যা: ৫,০০০ কপি, মুদ্রণ কাল: ১৫ আগস্ট, ২০২৩

মুদ্রণ: সেগমেন্ট প্রিন্টার্স, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর। সেল: ০১৭১৩ ৭৭ ৪৮ ৪৮